Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৭।। ১৪ জানুয়ারি ২০২১

ফার্নান্দো সোলানাস ঃ রাজনৈতিক সিনেমার জনক

'সাউথ' আজ রবীন্দ্রসদনে দুপুর ১২টায়

আর্জেন্টিনিয়ান সিনেমার অন্যতম প্রাণপুরুষ, বিশেষ করে সমাজ সচেতন ও রাজনৈতিক ছবির উদগাতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। সোলানাস নামে পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম ফার্নান্দো এজিকুয়েল পিনো সোলানাস। প্রিয় ও নিকটজনদের কাছে পিনো সোলানাস। এইতো গত বছরেই এসেছিলেন কেরালায়। আমাদের কলকাতায়ও এসেছিলেন ক'বছর আগে। লাতিন আমেরিকান হৃদস্পন্দনটি যেমন অনুভব করতেন, তেমনি তাঁর প্রত্যেকটা ছবিতেও উঠে আসত সেই স্পন্দনের শব্দ বর্ণ গন্ধ সহ। ওঁর প্রথম ছবি 'আওয়ার অফ ফার্নেসেস' দু পার্টে তৈরি হয়। সর্ড সিনেমা মুভমেন্টের আন্তর্জাতিক দলিল এই ছবি। কলকাতায় সম্ভবত এলিট সিনেমায় রিলিজ করেছিল ছবিটা। আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলাম। তথ্য ও কাহিনীর মিশ্রনে এমন ভয়ংকর সিনেমা হতে পারে ভাবিনি। হল থেকে বেরিয়ে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। পরদিন আবার গিয়ে ছবিটা দেখেছি। ভাবতে পারছিনা ক্যামেরার সামনে চে'র মৃতদেহ পড়ে আছে। বিপ্লবের চেহারা দেখে আমরা স্তম্ভিত। মনে হচ্ছিল এখুনিই রাস্তায় বেরিয়ে পরি। সত্যিই তাই হোল। আমি, সনৎ (দাশগুপ্ত), জগা (জগন্নাথ গুহ) বেরিয়ে পড়লাম। তৈরি হল 'হাংরি অটাম'। ছবি বানানোর দৃষ্টিকোনটাই পাল্টে গেল! সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর সংগ্রামের কাহিনীকে সোলানাস যেভাবে ডকুমেন্টেশান করেছেন তা বিশ্বের আর কারও ক্যামেরায় দেখিনি। সোলানাসের 'ট্যাঙ্গো' বা 'সুর' (সাউথ) আবার অন্য ধারার ছবি। মানুষ-মানুষীর প্রেম ভালোবাসা ও যৌনতা নিয়েও তাঁর নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রাজনৈতিক লড়াই আর শ্রমিকের সংগ্রামকে তিনি ছবিতে নিয়ে আসতেন এক গভীর দার্শনিকতার মোড়কে। তাঁর মতো সক্রিয় মননশীল, শিল্প মনস্ক অথচ তীব্র মানবিক ও রাজনীতি সচেতন ফিল্ম পরিচালক সারা বিশ্বে আর ক'জন! সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন। বুয়েনোস আইরেসের সেনেটর ছিলেন। সোস্যালিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন। রাজনীতি ছিল তাঁর জীবন ও পেশার অন্যতম অংশ। প্রথম ছবি 'আওয়ার অফ ফার্নেসেস' দেখে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ভিনসেন্ট ক্যানবি লিখেছিলেন 'ছবিটা আর্জেন্টিনার জাতীয় আত্মাটিকেই যেন তুলে এনেছে।' শুধু একটা ছবিতেই নয়, পরপর অধিকাংশ তথ্য চিত্রেতো বটেই, কাহিনি চিত্রেও আমরা আর্জেন্টিনার সংগ্রামী জনতার হৃদস্পন্দন এবং লড়াকু মেজাজের স্পন্দনটা অনুভব করি। ওঁর ছবি যেন বুঝিয়ে দেয় পারিপার্শ্বিক রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সিনেমা হতে পারেনা, শিল্পতো নয়ই। এই কোভিড মহামারির সময়ে সোলানাসকে হারিয়ে আমরা মানসিকভাবেতো বটেই, সৃজনশীলতায়ও কেমন যেন গরিব হয়ে গেলাম।

গৌতম ঘোষ

সত্যিই এক কৌতুকি আড্ডা ...

'কৌতুক অভিনয় কতটা সংলাপ নির্ভর' , এই নিয়ে জমজমাট আড্ডা বসেছিল একতারা মঞ্চে ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আঙিনায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রাজা চন্দ, অপরাজিতা আঢ্য, অনির্বাণ চক্রবর্তী, অঙ্কুশ হাজরা, পিঙ্কি ব্যানার্জী, মানালী দে, তুলিকা বসু। সঞ্চালনায় ছিলেন উৎসবের চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী। হাসিতে-গল্পে এবং দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে জমে উঠেছিল আড্ডা। প্রায় সকলেরই বক্তব্য কৌতুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে সময়জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোনো সংলাপ না বলে শুধুমাত্র বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ বা শারীরিক ভাষাতেই মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়। আর একটি খুব প্রয়োজনীয় বিষয় হল সহ-অভিনেতা এবং তার সঙ্গে পারস্পরিক বোঝা পড়া। অনির্বাণ চক্রবর্তীর মতে সংলাপ ছাড়াও কমেডি করা যায়, সেক্ষেত্রে সিচুয়েসন খুব ভাইটাল হয়ে যায়। করতে গেলাম কিছু, হয়ে গেল অন্য কিছু , এটাই কমেডি। সঠিক সিচুয়েসনে সঠিক সংলাপের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে যথার্থ কমেডি দৃশ্য। পরিচালক রাজা চন্দ মনে করেন, কারিগরি দক্ষতা এবং শারীরিক ভাষা একজন কমেডি অভিনেতার মূলধন। ছবি বানানোর সময়, প্রথমে চিত্রনাট্য সেখানে কমেডির ভূমিকা তারপর অভিনেতা নির্বাচন , এইভাবেই কাজটা এগোয়। প্রত্যেকেই কৌতুকাভিনয়ের প্রসঙ্গে প্রবাদপ্রতিম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, রবি ঘোষ, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপ কুমার, চিন্ময় রায়-এর মতো অভিনেতাদের নাম উল্লেখ করেন। আলোচনার মাঝে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নির্মিত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ছবির কয়েকটি মুহূর্ত পর্দায় দেখানো হয়। অপরাজিতা আঢ্য ও পিঙ্কি ব্যানার্জী তাদের সাম্প্রতিকতম ছবি 'চিনি'র কিছু সংলাপ দর্শকদের সামনে অভিনয় করে দেখান। তুলিকা বসুও কিছু সাধারণ কথাও যে কীভাবে কৌতুকে পরিণত হয়, সেটি অভিনয় করে দেখান। মানালী দে তার বেশ কিছু প্রিয় হাসির ছবির কথা উল্লেখ করেন। এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা তার 'বিবাহ অভিযান' ও আরও কিছু মজার ছবি থেকে কয়েকটি মুহূর্তের বিবরণ দেন। আলোচনায় বারে-বারেই ঘুরে ফিরে আসলো 'গল্প হলেও সত্যি', 'বসন্ত বিলাপ', 'সাড়ে ৭৪', 'চারমূর্তি'-র পুরনো দিনের প্রখ্যাত সব কমেডি ছবির নাম। অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে আড্ডায় এসে উপস্থিত হন বাংলার বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং বলেন , বর্তমানে কিছু ভালো কমেডি ছবি হলেও কোথাও যেন সেই পুরনো ছবির মেজাজ নেই।

দোলা চৌধুরী

ওঁর ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছি

পন্ডিত রবিশঙ্কর আমার গুরু ছিলেন। মাল্টি ফ্যাসেটেড, অসামান্য ট্যালেন্ট। ওঁর অনেক ইনফ্লুয়েন্স আমার কাজের ওপর এসেছে শুধু তবলা বাদনে নয়, সঙ্গতে, মানুষ হিসাবে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছাড়াও নানাবিধ ভাবে। কম্পোজার হিসাবে ওঁর অনেক কাজ শুনে শুনে শিখেছি। তবলা সঙ্গতের নানান ধারা শিখেছি। একাধারে 'অনুরাধা'র মতো ছবির সঙ্গীত কম্পোজ করেছেন আবার 'পথের পাঁচালী' ও অপু ট্রিলজি, এদিকে গান্ধী। খুবই ডাইভার্স কাজ। বলিউড, বাংলা-আর্ট হাউজ, নতুন ধারা এনেছেন। 'অনুরাধা'-র গানগুলো বা 'পথের পাঁচালী'-র থিম মিউজিক। আজও লোকে মনে রেখেছে। প্রতিটা রূপেই সাকসেসফুল। যে স্টাইলে উনি মিউজিক করেছেন—এফেক্টিভনেস্ অফ মিউজিক ইজ লিজেন্ডারি সেই দিক দিয়ে। 'গান্ধী' একটা দুর্দান্ত কাজ—সেতার, সরোদ, সারেঙ্গী, বাঁশী ব্যবহার করে এক ইন্ডিয়ান সাউন্ডস্কেপ তৈরী করেছিলেন। ভারতবর্ষকেই সব জায়গাতে মধ্যমনি করতেন। ভারতীয় সুর, যন্ত্র, শব্দ নিয়ে ভারতীয় ধারা ও ভারতীয় বানীকে বজায় রাখতেন সব সময়। সিম্ফোনিক কাজ করলেও সেন্টার পিস বা মাঝখানে থাকবে ভারতীয় তাল, রাগ, যন্ত্র। ছবির ক্ষেত্রেও সেই ভাবেই বিন্যাস করেছেন। আমি অনেক ভাবেই ওঁর কাছে ঋনী। রিসেন্ট 'অভিযাত্রিক' ছবিতে আমি রবিশঙ্করজির ধারা বজায় রেখেই মিউজিকটা করার চেষ্টা করেছি।

বিক্রম ঘোষ

অতিমারীর দিনগুলির চলমান চিত্রমালা

উৎসবের ষষ্ঠ দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি যাঁরা হলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই অতিমারীর সময়ের বাধা অতিক্রম করে সিনেমার চলতি নিয়ম ভেঙে ছবি করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা জানিয়ে দিল সৃজনশীল মন কখনও থেমে থাকে না। থাকতে জানে না। আজকের শুরু গায়ক থেকে পরিচালক হওয়া অনিন্দ্য বোসকে নিয়ে। পৃথিবী যখন ভাইরাসে আক্রান্ত তখন মানুষের মনই বা তার থেকে কি ভাবে মুক্ত থাকতে পারে? এই বিষয় নিয়েই লক ডাউন এর মধ্যে ছবি বানালেন গায়ক অনিন্দ্য বোস। ছবির নাম 'ভাইরাস'।এর আগে কিছু চিত্রনাট্য লিখলেও ছবি পরিচালনা এই প্রথম। ২৫ মিনিটের এই ছবিটির পুরো শুটিং হয়েছে মোবাইলে। প্রেম ও প্রতিহিংসার এই ছবি এখনই রিলিজ করছেনা। দ্বিতীয় সাংবাদিক আসর 'বিষ'-এর পরিচালক জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। একই গল্প নিয়ে নাটক হয়েছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। নাটকে দুটি চরিত্র থাকলেও ছবিতে আছে ৫টি চরিত্র। ছবির বেশির ভাগ সংলাপই নাটকটি থেকেই নেওয়া। নীরবতাও যে এক সময় বীভৎস হিংস্রতায় পরিণত হচ্ছে ছবিটিতে সেটাই বলা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক ধৃতিষা চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালক প্রবীর দাস। ছবিটি শুটিং হয়েছে একসপ্তাহের মধ্যে। সঙ্গীত ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা কখনোই লাউড হয়ে ওঠেনি। পরিচালক জানালেন- এই যে বিষ, হাজার বছর আগেও ছিল এখনো আছে, পরেও থাকবে। নাহলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না।

ছোট শহর বা আধা শহর থেকে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয় তরুণ তরুণীদের। বড় শহরে এসে প্রথমেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোথায় থাকবেন তাঁরা? ছেড়ে এসেছেন পরিবার পরিজন। অচেনা শহরে নাম না জানা পথঘাট জনপদ। কর্পোরেট চাকুরে এমনই দুই তরুণ তরুণী জড়িয়ে পড়ে সম্পর্কে। তারা সহবাস করে একটিই ফ্ল্যাটে। দিনযাপনের মধ্যেই জেগে ওঠে নানা প্রশ্ন—সম্পর্ক নিয়ে, সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা নিয়ে। এভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে অঞ্জন কাঞ্জিলাল-এর ছবি 'সহবাসে'। প্রযাজক সুমনা কাঞ্জিলাল জানালেন তাঁরা দিল্লির বাসিন্দা। রাজধানীর কর্পোরেট দুনিয়ার আনাচ-কানাচ ধরা পড়েছে এই ছবিতে। নির্বান্ধব পুরীতে একাকীত্বের সংকট মোকাবিলায় দুই তরুণ তরুণী সহবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ উভয়ের বাড়ির মানুষজন আবার রক্ষনশীল। এসব নিয়েই ছবি 'সহবাসে'।

সুদেব সিংহ ও দোলা চৌধুরী

ওঁর অসাধারণ জীবনদর্শন

কোনি-র সাঁতারের কোচ ক্ষিত্ দা। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। সে ক্ষেপে গিয়ে বাঁশ নিয়ে ছাত্রীকে তাড়া করে। আবার কখনো তুমুল মমতায় তার জীবনের দিশারী হয়ে ওঠে। 'হুইলচেয়ার'-এর ডাক্তারের মধ্যে অন্তর ও বহিরদ্বন্দের তুমুল বৈপরীত্য। বাইরে থেকে কঠিন, কিছুটা নির্মম। 'দেখা'র শশিভূষণ বোহিমিয়ান কবি। সবে গ্লুকোমায় অন্ধ হয়েছে। ধূসর তার মানসিক স্তর। একদিকে অস্থির, অশান্ত, বেপরোয়া। আবার কোথাও ভারি সংবেদনশীল, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। 'ময়ূরাক্ষী'র সুশোভন স্মৃতি হারিয়ে ফেলা এক বৃদ্ধ। একসময় ছিলেন ইতিহাসের নামী অধ্যাপক। এখনো হঠাৎ মাঝেমধ্যে ঝলসে ওঠে শিক্ষা, জ্ঞান, মেধা, মনন, বুদ্ধির ঝিলিক! নানান চরিত্র। অভিনয়ের নিরিখে সবাই কি তুমুল বিশ্বাসযোগ্য। উন্নত মানের অভিনয় যে জীবনকে চেনায়, এই কিংবদন্তী শিল্পীর কাজে অজস্রবার প্রমাণিত। যে বৈশিষ্ট্যের বলে একজন অভিনেতা অসামান্য হয়ে ওঠেন-প্রখর বোধবুদ্ধি, মানসিক একাগ্রতা, শৈলীর ওপর দখল ছিল প্রভূত পরিমাণে। সঙ্গে ছিল আরও এক বিশেষত্ব। ওঁর অসাধারণ জীবনদর্শন। প্রথম ছবি, 'অপুর সংসার' থেকেই ক্যামেরার সামনে সহজ, স্বতস্ফূর্ত, নির্ভার। সুদীর্ঘ ৬১ বছরের যাত্রাপথে কত ভিন্ন চরিত্রের প্রয়োজনে বার বার নিজেকে ভেঙ্গেছেন। কখনো থেমে থাকেননি। এই নিরন্তর খোঁজের মধ্যেই সার্থক শিল্পী ও মানুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন।

অতনু ঘোষ

স্টার এবং অভিনেতা দুই-ই

ঋষি কাপুর একজন প্রতিভাবান অভিনেতার পাশাপাশি একজন স্টার। ওঁর অভিনয়ের মধ্যে একটা সহজ সরল প্রাণবন্ত ব্যাপার আছে সেটা আমার খুব ভালো লাগে। যেমন 'ববি' ছবিতে একটা মিষ্টি রোম্যান্টিক ছেলে, আবার 'প্রেমরোগ'এ সিরিয়াস। 'সরগম', 'কর্জ' এই ছবিগুলোতে ওঁর অভিনয় মনকে ছুঁয়ে যায়। তবে সবকটি ক্ষেত্রেই সহজ সরল, প্রানচঞ্চল ব্যাপারটা আছে। ৯০-এর দশকে 'বোল রাধা বোল' ছবিটিতে ডাবল রোলের একটি ছিল নেগেটিভ চরিত্র, তাকেও খুব সহজ এবং সাদাসিধে ভাবে উপস্থাপনা করেছেন। ঋষি কাপুর নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত ট্যালেন্টেড অভিনেতা, না হলে অভিনয় জীবনে এত লম্বা সফর পরিক্রমা করা যায় না। বাবার পরিচয় দিয়ে তো এত বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটানো যায় না। তবে আমার কাছে ঋষি কাপুর তার থেকেও বড় স্টার এবং এই যে স্টার ইমেজ সেটি তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে সবসময়ই ফুটে উঠেছে। সব চরিত্রের মধ্যে ঋষি কাপুরকে দেখা যেত। তবে একটা সময় গিয়ে স্টারেরাও নিজের ইমেজ ভাঙার চেষ্টা করেন। ঋষি কাপুরও সেভাবে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে '১০২ নট আউট' অসাধারণ অভিনয় করেছেন। এছাড়াও ২০০০'এর পরবর্তী সময়ে যে ছবিগুলোতে তিনি চরিত্রাভিনেতা হিসাবে কাজ করেছেন সেইগুলো অবশ্যই আমার ভীষণ ভালো লাগার ছবির তালিকায় থাকবে। ৭০ ও ৮০-র দশকের মিষ্টি রোম্যান্টিক ঋষি কাপুর আবার গত দু'দশকের চরিত্রাভিনেতা ঋষি কাপুর দুইই আমার খুব প্রিয়। আর সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্টার ইমেজের কিছুটা ঝলক আমরা পাই।

প্রভাত রায়

আজ অবশ্যই দেখবেন

নোনাজলের কাব্য
(দ্য সল্ট ইন আওয়ার ওয়াটার্স)
পরিচালক ঃ
রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত
স্থান ঃ নন্দন-২
সময় ঃ সন্ধ্যা ৬টা

দেয়ার ইজ নো এভিল (ইরান)
পরিচালক ঃ
মোহম্মদ রসৌলোফ
স্থান ঃ নন্দন-১
সময় ঃ সন্ধ্যা ৭টা

লায়লা ও সাত গীত
পরিচালক ঃ পুষ্পেন্দ্র সিং
স্থান ঃ নন্দন-২
সময় ঃ বেলা ১১টা

চার্লাতান (চেক)
পরিচালক ঃ
অ্যাগনিয়েস্কা হল্যান্ড
স্থান ঃ নন্দন-১
সময় ঃ সকাল ৯টা

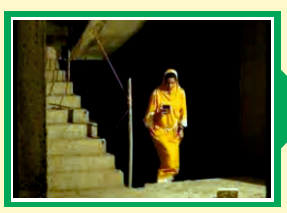

নট টুডে (ভারত)
পরিচালক ঃ
আদিত্য কৃপালনী
স্থান ঃ নন্দন-১
সময় ঃ দুপুর ১২টা

সুইমিং আউট টিল দ্য সী টার্নাস ব্লু (চিন)
পরিচালক ঃ জিয়া ঝাং কে
স্থান ঃ নন্দন-২
সয়ম ঃ বেলা ৩টা

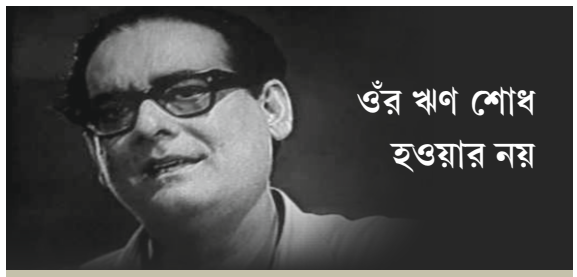

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর কণ্ঠস্বরে। এইরকম ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর আমাদের দেশে আসেনি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর গান অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। উচ্চারণ বা অন্যান্য সব বাধা কাটিয়ে তিনি গান গেয়েছেন। তার থেকেও বড় কথা তিনি বম্বেতে প্রথম গেছিলেন সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে। কত অসামান্য সব সুর আমরা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। বহু বিখ্যাত গায়ক গায়িকা এসেছেন কিন্তু একাধারে শিল্পী এবং সুরকার হিসাবে জনপ্রিয় এরকম দেখা যায়না। শুধু বাংলা বা হিন্দী নয় গুজরাটি, অসমীয়া, মারাঠী, ভোজপুরী বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন। সাফল্য অসাফল্য যাই হোক না কেন কিছুই তাঁর ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর পোশাক তাঁর একটি নিজস্ব ট্রেডমার্ক। সর্বোপরি তাঁর ব্যবহার, এরকম গুণী মানুষ আসেননি। আমার অনেক সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমাকে সবদিক দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি তাঁর ফলোয়ার। অত্যন্ত দরদী মানুষ, কর্মে বিশ্বাস করতেন। আমিও সেটাই করার চেষ্টা করি। তাঁর থেকে জীবনে অনেক কিছু শিখেছি। ওনার গান গেয়েই জীবন শুরু করেছি এবং ওঁর গানকে অবলম্বন করে আছি। আমার কাছে হেমন্ত দার সবচেয়ে রোম্যান্টিক গান 'সপ্তপদী'র এই পথ যদি না শেষ হয়। এছাড়াও লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে যেসব গান যেমন পলাতক-এর গান আমার খুব প্রিয়। লোকসঙ্গীত উনি খুব ভালোবাসতেন। অনেক ছবি আছে গানের জন্যই হিট। যেমন 'মনিহার', 'অদ্বিতীয়া'। উত্তমকুমারের সঙ্গে ওনার প্রথম কাজ 'শাপমোচন', কী অসাধারণ সব গান! 'মন নিয়ে' ছবির ওগো কাজল নয়না হরিনী, 'ধন্যি মেয়ে' ওরকম মজার ছবিতে হেমন্তদার দুটো অসাধারণ গান, 'বাঘিনী'র গান, 'স্ত্রী' ছবিতে খিড়কী থেকে সিংহদুয়ার, 'সন্ন্যাসী রাজার' হরিওম স্তোত্র। ছায়া ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি 'দাদারকীর্তির' চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, 'মন নিয়ে' ছবির পথ ভোলা এক পথিক, 'বিভাস' এর যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন, 'ছায়াসূর্য'র এসো এসো আমার ঘরে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। বাংলা ছবি এবং বাংলা গান এ ওঁর অপার অবদান এবং শ্রোতা হিসাবে ওঁর কাছে আমাদের ঋণ কখনও শোধ হবার নয়।

শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

আজকের সাংবাদিক আসর

স্থান ঃ নন্দন ৪
বেলা ২টা
পরিচালক জ্যোর্তিময় দেব - দায় (বাংলা প্যানোরামা)
বিকাল ৩টা
পরিচালক উজ্জ্বল পাল - ডাস্ক (শর্ট ফিল্ম)
সিনেমাটোগ্রাফার বিবেক পাল - হাইওয়েজ অফ লাইফ (শর্ট ফিল্ম)
বিকাল ৪টা
পরিচালক শঙ্খ ঘোষ - শূন্য (বাংলা প্যানোরামা)

আজকের আড্ডা

বিষয় ঃ সিনেমার জন্য গান, না গানের জন্য সিনেমা!
স্থান ঃ একতারা মঞ্চ ● সময় ঃ বিকেল ৫টা
সঞ্চালক ঃ গৌতম ভট্টাচার্য
ঃ অংশ নেবেন ঃ
সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনুপম রায়, ইমন চক্রবর্তী, উজ্জয়িনী মুখার্জী, অনিন্দ্য চ্যাটার্জী, সাহেব চ্যাটার্জী, উপল সেনগুপ্ত, রফিয়ৎ রশিদ মিথিলা, শিলাজিৎ, জয়তী চক্রবর্তী ও শ্রীজাত।

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত
সম্পাদক ঃ নির্মল ধর
প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।